নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের উদ্যোগ

এম এইচ রবিন ●

বারবার তাগিদ দেওয়ার পরও নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে ব্যর্থ হওয়া তিন ক্যাটাগরির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। এ বিষয়ে শিগগির বৈঠকে বসতে যাচ্ছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)।

সূত্র জানায়, নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়া তিন ক্যাটাগরির বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি হচ্ছে, যারা জমি কেনেনি। গত বছরের ২৪ জানুয়ারি এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া এক বছরের সময়সীমা গত মাসে শেষ হয়েছে। তখন প্রতিষ্ঠানগুলোকে সতর্ক করে বলা হয়েছিল, স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে না পারলে তাদের শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে। জমি কিনেছে এবং তাতে ভবন নির্মাণাধীন এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে। এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়কে গত বছরের ১৯ জানুয়ারি সতর্কপত্র পাঠানো হয়। তাদের দেওয়া সময় ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। এগুলোকে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় ক্যাটাগরিতে ছিল, জমি কিনেছে কিন্তু ভবনের কাজ শুরু করেনি। ভবনের নকশা অনুমোদনসহ অন্য কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। গত বছরের ১৪ জানুয়ারি এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়কে নোটিশ দেওয়া হয়। এক বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে না পারলে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের পাশাপাশি আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি ছিল। এর আগে আরও চার দফায় আলটিমেটাম দিয়েছিল সরকার। ২০১০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হওয়ার পরই প্রথমবার 'রেড অ্যালার্ট জারি' করা হয়। সে অনুযায়ী ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় তখন স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার উদ্যোগই নেয়নি। পরে দ্বিতীয় দফায় ২০১২ সালে, তৃতীয় দফায় ২০১৩ সালে, চতুর্থ দফায় ২০১৫ সালের জুনে আলটিমেটাম দেওয়া হয়। পঞ্চম দফায় দেওয়া আলটিমেটাম শেষ হলো ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে। ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, স্থায়ী ক্যাম্পাসে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা না করে আইনের শর্ত ভঙ্গ করেছে ৩৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এসব প্রতিষ্ঠানকে ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আলটিমেটাম দেওয়া হয়। পাশাপাশি এক বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে না গেলে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধসহ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। অন্যদিকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করায় ধন্যবাদপত্র পেয়েছে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়।

তিন ক্যাটাগরির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে ব্যর্থ

ব্যবস্থা নেবে সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০-এর বিভিন্ন ধারা-উপধারা এখনো অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করেনি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইউজিসিকে চিঠি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত ৯ ফেব্রুয়ারি পাঠানো মন্ত্রণালয়ের ওই চিঠিতে স্থায়ী ক্যাম্পাসের সর্বশেষ প্রতিবেদনসহ আইন অমান্য করা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে বলা হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির মধ্যে এ সম্পর্কে একটি সমন্বয় সভা জরুরি।

এ প্রসঙ্গে ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান আমাদের সময়কে জানান, মন্ত্রণালয়ের চিঠির এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪

নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের উদ্যোগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট শাখাকে বলা হয়েছে। যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বারবার আলটিমেটাম দেওয়ার পরও স্থায়ী ক্যাম্পাসে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেনি, তাদের ব্যাপারে আইনি যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার মন্ত্রণালয়ের আছে।

জানা গেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা রয়েছে। ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৪৭(১) ধারায় বলা আছে 'এই আইনে যাই থাকুক না কেন এই আইন কার্যকর হবার পূর্বে সাময়িক অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে সনদ গ্রহণপূর্বক স্থায়ী না হইয়া থাকিলে এই আইন কার্যকর হবার পর উক্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধারা ৯-এর শর্তাবলি পূরণসাপেক্ষে সনদপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।' ৯ নম্বর ধারায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহর হলে এক একর এবং অন্যত্র কমপক্ষে দুই একরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। ১০ নম্বর ধারায় স্থায়ী ক্যাম্পাসে গিয়ে সনদ না নিলে ১২ ধারা অনুযায়ী ভর্তি ও শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার বিধান আছে। ৪৭(২) ধারায় বলা হয়েছে, 'কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সনদপত্র গ্রহণ না করিলে উক্ত সময়সীমার পর সরকার উক্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক অনুমতি বাতিল করে উহা বন্ধ করবে।'

এদিকে আইন অমান্য করা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আলটিমেটার দেওয়ার পরও যারা আইন বাস্তবায়ন করেনি, তাদের ছাত্র ভর্তি করতে দেওয়া হবে না। সেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বারবার এভাবে আলটিমেটামের মেয়াদ বাড়ানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি আছে। তাই চাইলেও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে পারছি না। কিন্তু এবার আর কেউ রেহাই পাবে না। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে ৯৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে ৮০টির কার্যক্রম চালু রয়েছে। বাকিগুলো এখনো কার্যক্রম শুরু করেনি।